প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-১(২৪)ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় 'মিন্‌হা খালাক্বনাকুম.....' দো'আটি পড়া যাবে কি-না? এই দো'আটি যদি পড়া না যায়, তবে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় কোন দো'আ পড়তে হবে?

আবু আহসান
ইসঃ ইতিহাস
২য় বর্ষ, রাঃ বিঃ
ও
আব্দুল মালেক
নওদাপাড়া, রাজশাহী

উত্তরঃ 'মিনহা খলাক্বনাকুম .....'এটি মোটেই দো'আ নয়। বরং পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত মাত্র। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করেছেন। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় এ আয়াতটি পাঠ করা কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। এ সম্পর্কে বর্ণিত বায়হাক্বী ও মুস্‌তাদরাকে হাকেমের হাদীছটি যঈফ। -নায়লুল আওত্বার, 'কিতাবুল জানায়েয' (কায়রোঃ১৯৭৮) ৫/৯৭ পৃঃ। মৃতকে দাফন করার কোন দো'আ নেই। তবে মৃতকে কবরে রাখার সময় দো'আ রয়েছে ও দাফন শেষে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় (আবুদাঊদ, নায়লুল আওত্বার ৫/১০৯ পৃঃ)।

প্রশ্ন-২(২৫)ঃ ইসলামে 'হীলা' প্রথা জায়েয কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

তাওহীদুয্ যামান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া

উত্তরঃ তালাকে বায়েন প্রাপ্তা মহিলাকে অন্য একজন পুরুষের নিকটে সাময়িক বিবাহ দিয়ে তার নিকট থেকে তালাক নিয়ে পুনরায় পূর্বস্বামীর নিকটে ফিরিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করাকে এদেশে 'হীলা' বিবাহ বা 'হিল্লা' বলা হয়ে থাকে। এই প্রথা শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। শেষনবী (ছাঃ) 'হীলাকারী পুরুষ ও মহিলা উভয়কে লা'নত করেছেন' (আহ্‌মাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে)। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন যে, আমরা রাসূলের যামানায় এই ধরনের বিয়েকে 'যেনা' (سفاحا) হিসাবে গণ্য করতাম॥ -নায়লুল আওত্বার 'হীলা বিবাহ' অধ্যায় ৭/৩১১ পৃঃ। সুন্নাত মোতাবেক তিন তহুরে তিন তালাক দিলে মুসলিম সমাজে এই নোংরা প্রথার উদ্ভব ঘটতোনা।

প্রশ্ন-৩(২৬)ঃ শা'বান মাসে রোযা রাখার কোন শারঈ বিধান আছে কি? যদি থাকে তবে কয়টি রাখতে হবে? এবং কোন তারিখ হ'তে আরম্ভ হবে ও কোন তারিখ পর্যন্ত চলবে?

আব্বাস আলী
সাং ও পোঃ বোরের বাড়ী
বগুড়া

উত্তরঃ মা আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কয়েকটি দিন বাদে পুরা শা'বান মাস ছিয়াম পালন করতেন' (মুত্তাফাক আলাইহ, 'নফল ছিয়াম' অধ্যায় মিশকাত হা/ ২০৩৬)

মহানবী (ছঃ) মাহে রামাযান ব্যতীত সর্বাধিক ছিয়াম মাহে শা'বানেই রাখতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, (রামাযান ব্যতীত) মাহে শা'বানের চেয়ে অধিক ছিয়াম নবী (ছাঃ) অন্য মাসে রাখতেন না। তবে তিনি শা'বান মাসের দ্বিতীয়ার্ধে উম্মতের জন্য ছিয়াম পালনে নিষেধ করেছেন। (আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত, 'চাঁদ দেখা অধ্যায়' হা/১৯৭৪)। প্রমাণিত হ'ল যে শেষের ক'দিন বাদে পূর্ণ শা'বান মাস ছিয়াম পালন করা যায়। অন্ততঃ প্রথম ১৫ দিন তো বটেই। এ ছাড়া যারা প্রতি মাসে 'আইয়ামে বীয' -এর নফল ছিয়াম রেখে থাকেন ১৩.১৪.১৫ তারিখে। তাঁরা এমাসেও অনুরূপভাবে তিনদিন ছিয়রম পালন করতে পারেন। তবে বিশেষভাবে শুধুমাত্র শা'বান মাসের ১৫ তারিখে বিশেষ ফযীলত মনে করে সেই দিন ছিয়াম ও ইবাদত করা ঠিক নয়। কেননা এ ভাবে ছিয়াম ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। এ প্রসঙ্গে যে ইবাদতের নামে আরো কিছু বাড়তি ধুমধাম করা হয়, সেগুলি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশ থাকে যে, শবেবরাতের সপক্ষে যে সকল হাদীছ পেশ করা হয় তার সবগুলিই বানাওয়াট ও অগ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন-৪(২৭)ঃ কোন মৃত মহিলাকে তার স্বামী জানাযার গোসল দিতে পারবে কি-না? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

ডাঃ এস, এম রুস্তম আলী
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
ধোপাঘাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত মহিলাকে তার স্বামীর গোসল দেওয়ানো শুধু জায়েযই নয় বরং অন্যদের দ্বারা গোসল দেওয়ানোর চেয়ে স্বামীর নিজ হাতে গোসল দেওয়ানোই সর্বোত্তম। মহানবী (ছাঃ) হযরত আয়েশাকে লক্ষ্য করে একবার বলেন যে 'তুমি যদি আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ কর, তবে আমিই তোমাকে গোসল দেব ও কাফন পরাব (ইবনু মাজাহ ১ম খন্ড ৪৭০ পৃঃ, আবুদাঊদ ২য় খন্ড ৪৪৮ পৃঃ)।

উক্ত হাদীছে মহানবী (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে মৃত্যুর পূর্বেই গোসল দেওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন যা উত্তম কাজ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার একটি উৎকৃষ্ট দলীল।

প্রশ্ন-৫(২৮)ঃ খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে কি? যদি না যায় তবে কেউ সালাম দিলে তাকে উত্তর দিতে হবে কি?

তাওহীদুয্ যামান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ সালাম হচ্ছে সাক্ষাতে অসাক্ষাতে এক মু'মিনের অপর মু'মিনের জন্য দো'আ ও শান্তি কামনার একটি বিশেষ শারঈ বিধান। রাসূল (ছাঃ) ব্যাপকভাবে সালাম প্রদান করা ও সালাম ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতি অত্যাধিক তাকীদ করেছেন ও যেকোন সময় সালাম প্রদান করার পূর্ণ অবকাশ রেখেছেন। এখানে সালাম প্রদানকৃত ব্যক্তির অবস্থা ও ব্যস্ততা মোটেই বিবেচিত নয়। যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন সালাম প্রদানকারী তাকে সালাম প্রদান করতে পারবেন। মহানবী (ছাঃ) বলেন "افشوا السلام بينكم" তোমরা আপোষে সালাম ছড়িয়ে দাও '(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৩৯৭)। বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, মহানবী (ছাঃ) আমাদের সাতটি কাজের নির্দেশ দেন তার মধ্যে একটি হ'ল সালাম ছড়িয়ে দেওয়া (বুখারী ২য় খন্ড পৃঃ ৯২১)। নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন 'যখনই তোমার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করবে সে যে অবস্থায় থাকুক তাকে সালাম প্রদান করবে' (মুসলিম ২য় খন্ড ২১৩ পৃঃ)। শুধু তাই নয় বরং একজন মুসলিম অপর মুসলিমের নিকট থেকে যে কোন অবস্থায় সালাম পাওয়ার হকও রাখে (মুসলিম, ২য় খন্ড ২১৩ পৃঃ)। উল্লেখিত হাদীছ সমূহে সালাম প্রদানের জন্য কোন সময় ও অবস্থা বেঁধে দেওয়া হয় নি, বরং সাক্ষাত হলেই সালাম প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং খাওয়ার সময়েও সালাম দেওয়া যাবে। অনুরূপভাবে উত্তরও দিতে হবে। কারণ এক্ষেত্রে উত্তর দানে কোন শারঈ বাধা নেই।

প্রশ্ন-৬(২৯)ঃ যোহর অথবা আছরের ফরয ছালাতে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের পর না বসে ভুল বশতঃ সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে গিয়েছি, তারপর মনে হয়েছে। এমতাবস্থায় কি তাশাহ্হুদের জন্য আবার বসে পড়ব? যদি না বসতে হয়, তবে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়ব কি-না?

এস, এম আযীযুল্লাহ
এম, এ (পূর্বভাগ)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ শুধু যোহর কিংবা আছর -এর ছালাতে নয় বরং যেকোন ছালাতেই যদি প্রথম তাশাহ্হুদে বসতে ভুল হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ উঠে পড়ে তবে আর বসতে হবেনা। বরং সেই ছালাতটি পূর্ণ করে নেওয়ার পর সালাম ফেরার পূর্বে দু'টি সহো সিজদা করে নিবে (বুখারী, মুসলিম মিশকাত ৯৩ পৃঃ)।

প্রশ্ন-৭(৩০)ঃ জামে মসজিদে ছালাত আদায় করতে গিয়ে দেখি মসজিদের ঘর বারান্দাসহ বিশাল জায়গা থাকা সত্ত্বেও ইমাম ছাহেব সামান্য এক পা পরিমান সামনে এগিয়ে ইমামতি করছেন। ছহীহ হাদীছের আলোকে ইমামের দাঁড়ানোর বিধান কি জানতে চাই।

ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
বিরামপুর বাজার
দিনাজপুর।

উত্তরঃ জামা'আত বদ্ধভাবে ছালাত আদায় করার শারঈ বিধান হ'ল এই যে, শুধু মুছল্লী যখন দু'জন থাকবে, তখন একই কাতারে ইমাম বামে ও মুক্তাদী ইমামের ডাইনে দাঁড়াবে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একদা আমি আমার খালা হযরত মাইমূনা (রাঃ) -এর বাড়িতে ছিলাম। নবী (ছাঃ) ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালে আমি তাঁর বামে দাঁড়িয়ে যাই। নবী (ছাঃ) তখন আমার হাত ধরে পেছন দিক দিয়ে ডান দিকে করে দিলেন (বুখারী, মুসলিম মিশকাত 'বাবুল মাওক্বাফ' পৃঃ ৯৯)। আর যখনই মুছল্লী দুঁয়ের অধিক হয়ে যাবে তখন ইমাম আগে যাবেন এবং মুক্তাদীগণ ইমামের পেছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবেন। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) ছালাতের জন্য দন্ডায়মান হলে আমি তাঁর বামে দাঁড়াই। তখন তিনি আমার হাত ধরে ডান দিকে করে দেন। এরপর জাব্বার বিন ছাখর এসে তাঁর বামে দাঁড়ালে তিনি আমাদের দু'জনের হাত ধরে পেছনে ঠেলে দেন। অতঃপর আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম (মুসলিম, মিশকাত 'বাবুল মাওক্বাফ' পৃঃ ৯৯)।

উক্ত হাদীছে এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, একের অধিক মুক্তাদী হলেই কাতার ইমামের পেছন থেকে শুরু হবে এবং ইমামকে এমন পরিমান জায়গা পেছনে রেখে দাঁড়াতে হবে, যাতে পিছনের মুছল্লী তার পেছনে সঠিকভাবে রুকু-সিজদা করতে পারে। ইহাই সুন্নাত। কাতার থেকে মাত্র এক পা আগে বেড়ে ইমামের দাঁড়ানোর কোন শারঈ বিধান নেই, অতএব এ থেকে দূরে থাকা উচিত।

প্রশ্ন-৮(৩১)ঃ ইফতার কখন করতে হবে। আহলেহাদীছগণ রেডিও-টিভির আযানের পূর্বেই ইফতার করে থাকেন। এটা কতটুকু ঠিক? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

আব্দুল্লাহ বিন মুস্তফা
সাঃ ভালুকগাছী
পুঠিয়া, রাজশাহী

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে ইফতার সংক্রান্ত ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক শারঈ বিধান হ'ল এই যে, সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই অনতিবিলম্বে ইফতার করবে। কারণ মহানবী (ছাঃ) বলেন, লোকেরা ততদিন কল্যাণে থাকবে, যতদিন তারা ইফতার জলদি করবে (বুখারী, মুসলিম ১ম খন্ড পৃঃ ৩৫১)।

আবু আতীয়্যা বলেন, আমি ও মাসরূক হযরত আয়েশার নিকট গেলাম এ সময় মাসরূক তাঁকে বলেন নবী (ছাঃ)-এর দু'জন ছাহাবী কল্যাণপূর্ণ কাজে ক্লান্তিবোধ করেননা। তবে এঁদের মধ্যে একজন ত্বরিৎ ইফতার ও ত্বরিৎ ছালাতে মাগরিব আদায় করেন এবং অন্যজন দেরী করেন। আয়েশা জিজ্ঞেস করেন, কে ত্বরিৎ ইফতার ও মাগরিব পড়েন? উত্তরে বলা হয় 'আব্দুল্লাহ' অতঃপর তিনি বলেন নবী (ছাঃ) এভাবেই করতেন (মুসলিম ১ম খন্ড পৃঃ ৩৫১)। এছাড়া দেরী করে ইফতার করাকে মহানবী (ছাঃ)

http://islaminonesite.wordpress.com

ইহুদীদের আচরণ বলেছেন (আবুদাঊদ ১ম খন্ড ৩২১ পৃঃ)।

উক্ত আলোচনায় ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই ইফতার করা রসূলের সুন্নাত। যেহেতু আহলেহাদীছগণ ছহীহ হাদীছের অনুসরণে আমল করেন, তাই রেডিও-টিভির আযানের অপেক্ষা না করে সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই ইফতার করে থাকেন।

প্রশ্ন-৯(৩২)ঃ আল্লাহ্‌র রহমত কি এইভাবে ভাগ করা যাবে যে, কিছু দিন আল্লাহ্‌র রহমত থাকবে আর কিছুদিন থাকবেনা? যেমনটি রামাযান মাসের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে প্রথম দশ দিন রহমত, দ্বিতীয় দশদিন মাগফিরাত ও শেষ দশদিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তি এটা কি ঠিক? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ আব্দুস্ সুবহান
ভালুকগাছী, কোনাপাড়া
পুঠিয়া, রাজশাহী

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র রহমত বিশেষ কোন অপকর্মের প্রেক্ষাপট ছাড়া কিছুদিন জারী থাকবে আর কিছুদিন বন্ধ থাকবে এমনটি বিভাজন ঠিক নয়। আল্লাহ্‌র রহমত সর্বদা সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। যেমন এরশাদ হয়েছে 'হে প্রভু আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত (মুমিন ৭)। আর বিশেষভাবে সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত সর্বদা হ'তে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী (আ'রাফ ৫৬)।

তবে অপকর্মের দরুন যেমন আল্লাহ্‌র রহমতের পরিবর্তে গযব নাযিল হয়ে থাকে তেমনি বিশেষ সৎকর্মের দরুন আল্লাহ্‌র বিশেষ অতিরিক্ত রহমতও নাযিল হয়ে থাকে। মাহে রামাযানেও সেই বিশেষ রহমত নাযিল হয়ে থাকে। মাহে রামাযানকে রহমত, মাগফিরাত ও দোযখ থেকে মুক্তি দ্বারা তিন দশকের সাথে বিভক্ত করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। এ সম্পর্কে সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বায়হাক্বীর যে হাদীছটি রয়েছে তা যঈফ (মিশকাত হা/১৯৬৫)। বরং ছহীহ হাদীছ দ্বারা এটাই সাব্যস্ত যে, প্রথম রামাযান থেকেই জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় ও জান্নাতের দরজা তথা রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় (বুখারী, মুসলিম মিশকাত পৃঃ ১৭৩)।

জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে জান্নাত ও রহমতের দরজা খুলে রাখার তাৎপর্য হচ্ছে বান্দাদের পাপ ক্ষমা করতঃ তাদেরকে জান্নাতবাসী করা। আর এটি প্রতিটি ছিয়ামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মহানবী বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে একটি ছিয়াম রাখবে, তাকে জাহান্নাম থেকে আল্লাহ সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন (মুসলিম পৃঃ ৩৬৪)।

প্রশ্ন-১০(৩৩)ঃ জামে মসজিদে মুছল্লীর জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। ফলে মসজিদের আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু মসজিদের পার্শ্বস্থ স্থান কবরস্থানের জায়গা ব্যতীত মসজিদ বৃদ্ধির জন্য অন্য কোন সুযোগ নেই। কবরস্থানের জায়গাটিও মসজিদের জন্য ওয়াকফ করা। এমতাবস্থায় কবরস্থানের উক্ত জায়গায় মসজিদ বাড়ানো যায় কি-না?

ঘাষিগ্রাম মসজিদ কমিটি
পোঃ গোছা
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ দাফনকৃত লাশের সম্মান ও মর্যাদা সহকারে স্থানান্তরিতকরণ ও সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ বিধিসম্মত। এর দলীল হ'ল এই যে, হযরত জাবির (রাঃ) বলেন যে, আমার পিতার সাথে অন্য লোককে (একই কবরে) দাফন করা হলে আমি এতে সন্তুষ্ট হতে না পারায় আমার পিতাকে সেই কবর থেকে উঠিয়ে পৃথক ভাবে অন্য জায়গায় দাফন করি। অন্য হাদীছে রয়েছে যে, তিনি এটি দাফনের ছয়মাস পরে করেছিলেন (বুখারী, هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة অধ্যায় ১ম খন্ড ১৮০পৃঃ)।
হযরত জাবির (রাঃ) -এর পিতা আব্দুল্লাহ ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হন এবং সেখানেই তাকে আমর বিন জমুহ এর সাথে একই কবরে দাফন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনে দাফনকৃত লাশ যদি অন্যত্র স্থানান্তরিত বিধিসম্মত না হ'ত তবে নবী করীম (ছাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করতেন ও পুনরায় পূর্বের কবরে দাফন করতে বলতেন অথবা এ সম্পর্কে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করতেন। কিন্তু তিনি তার কোনটাই করেননি। যেমনটি তিনি মদীনায় নিয়ে যাওয়া শহীদের লাশগুলো পুনরায় ওহোদ প্রান্তে শহীদগাহে দাফনের জন্য ফেরত পাঠিয়ে ছিলেন (নাইলুল আওত্বার, "ما جاء فى الميت ينقل او ينبش....الخ" অধ্যায় ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১১২ হাদীছ নং ২)। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে লাশ স্থানান্তরিত করা যায়।

প্রকাশ থাকে যে, কোন কবরকে লাশ মুক্ত করে নেওয়া হলে সেই জায়গাটি শরীয়তের নিকট কবর হিসাবে গন্য হয়না। বরং সেটি সাধারণ জায়গায় পরিণত হয়। যার ফলে হাদীছ "আমার জন্য পৃথিবীকে পবিত্রতা অর্জনের বস্তু ও ছালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে " বুখারী, كتاب التيمم। হাদীছ নং ৩৩৫ অনুসারে সেই জায়গায় ছালাত আদায় ও মসজিদ নির্মাণ করা যায়। কেননা নবী (ছাঃ) মুশরিকদের কবরস্থান থেকে লাশ উত্তোলন করে সেই স্থানে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন (বুখারী, هل ينبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها..الخ অধ্যায় হাদীছ নং ৪২৮)।

এছাড়া অধিকাংশ বিদ্বানগণ প্রয়োজনে কবর স্থানান্তরিত করে সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। 'الفقه الاسلامى وازلته' গ্রন্থ প্রনেতা বলেন, لضيق المسجد الجامع......او اتخاذ مسجد محل القبر جاز। অর্থাৎ জামে মসজিদ সংকীর্ণ হওয়ার দরুন অথবা কবরস্থানে মসজিদ তৈরীর প্রয়োজনে কবর স্থানান্তরিত করা জায়েয (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২য় খন্ড ৫২৭ পৃঃ)।

http://islaminonesite.wordpress.com